ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN 5 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

# উত্তরাঞ্চলে দুর্নীতিগ্রস্ত আগের ব্যবস্থায়ই শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি শুরু হচ্ছে

পরিমল মজুমদার : দুর্নীতির অভিযোগে উত্তরাঞ্চলের ৩৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছয় মাস আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচি পদ্ধতিগত কোনো পরিবর্তন ছাড়াই আবারও চালু করা হচ্ছে। এজন্য প্রথম কিস্তির প্রায় ২৮ হাজার মেট্রিক টন গম বরাদ্দ করা হয়েছে।

গ্রামের দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহদান ও শিক্ষিতের হার বাড়াবার লক্ষ্যে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। এরপর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধি পেলেও কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি শুরু হয়। এর মধ্যে ভুয়া ছাত্রছাত্রীদের নাম দেখিয়ে গম উত্তোলন করা, ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে ঘাপলা ও দলাদলি এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট থানার শিক্ষা কর্মকর্তাদের মালের কোটা অনুযায়ী পার্সেন্টেজ আদায়। পাশাপাশি ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকের যোগসাজশে গম বিতরণে ওজনে কারচুপি করা।

এ ধরনের নানা দুর্নীতিতে স্কুলের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। এসব কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি জরিপ ও তদন্ত চালানো হয়। সেই মতে তদন্ত কমিটির সুপারিশক্রমে এ কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে এ কর্মসূচি বন্ধ থাকাকালীন মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওজনে কারচুপি বন্ধ রোধ ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দুস্থ কার্ডধারী ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের পরিবর্তে নিয়োগকৃত ডিলারদের কাছ থেকে কার্ডের মাধ্যমে গম উত্তোলন করতে পারবে।

এদিকে, এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে এবং পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় '৯৮-৯৯ অর্থবছরে রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলার ১২৩টি থানার কর্মসূচিভুক্ত ৩৩১টি ইউনিয়নের নির্বাচিত স্কুলের জন্য জুলাই-সেপ্টেম্বরের প্রথম কিস্তির ২৭ হাজার ৮৭৫ মে. টন গম বরাদ্দ করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্ডধারী ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে গম বিতরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে থানা অফিসগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামের থানা নির্বাহী কর্মকর্তার এ বিতরণ পদ্ধতি পরিবর্তন না করায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, এ পদ্ধতিতে আবারও গম বিতরণ করা হলে স্কুলগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হবে।